এনআরসি-এনপিআর-সিএএ (ক্যা) নিয়ে সত্যিটা জানব। এনপিআর-এ তথ্য দেব না। ক্যা বাতিল চাই। চাই বিভেদমুক্ত, ভালোবাসার পাড়া, ভালোবাসার দেশ।

আজ সারা দেশ জুড়ে এনআরসি-সিএএ(ক্যা)-এনপিআর বিরোধী যে আন্দোলন, তাতে রাজনৈতিক দলগুলো থাকলেও মূলত নাগরিকদের স্বাধীন উদ্যোগেই তা গড়ে উঠছে। বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক দলগুলো নানা দোনামনা দেখালেও নাগরিক উদ্যোগ থেমে থাকেনি। বাংলার ক্ষেত্রেও এ কথা সত্যি। এই লড়াই জিততে হলে নাগরিক উদ্যোগকে বড় বড় মিছিল, মিটিং করার পাশাপাশি প্রতিটা পাড়ায়, প্রতিটা বাড়িতে যেতে হবে। এই লড়াই কোনও একটি জাতি, ধর্ম, ভাষা বা দলের নয়। এই লড়াই সব দেশবাসীর। নিজের নাগরিকত্ব, পরিবারের নাগরিকত্ব বাঁচানোর স্বার্থেই বন্ধ করাতে হবে এনপিআর আর এনআরসি। বাতিল করাতে হবে সিএএ (ক্যা)। নাগরিকত্ব ছেলেখেলা নয়। নাগরিকত্ব একবার চলে গেলে বাকি সব অধিকারই চলে যাবে। এ কথা মাথায় রেখেই আমরা পাটুলিবাসী আজকে রাস্তায় নেমে একজোট হয়েছি। আমরা পাটুলির ঘরে ঘরে গিয়ে এনআরসি-ক্যা-এনপিআর নিয়ে সত্যি কথাগুলো সবাইকে জানাতে চাই। যাতে বিপদটা বুঝে নিয়ে, নিজেদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতে পারি। আসুন, জেনে নিই সত্যি কথাগুলো।

শোনা যাচ্ছে যে এনপিআর শুরু হচ্ছে। এনপিআর কী ?

এনপিআর শুরু হচ্ছে ১লা এপ্রিল থেকে। এনপিআর মানে "ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টার"। বাড়িতে সরকারি আধিকারিকরা আসবেন ফর্ম নিয়ে। একটা জরুরি কথা: এনপিআর আর জনগণনা (সেনসাস) শুনতে একরকম হলেও আসলে একদম আলাদা। সরকার চালাকি করে এনপিআর আর সেনসাস একসাথে করার চেষ্টা করছে, যাতে মানুষ বুঝতে না পেরে এনপিআর-এ তথ্য দিয়ে দেয়। মনে রাখবেন, একবার এনপিআর-এ তথ্য দিয়ে দিলেই কিন্তু আপনার এনআরসি প্রক্রিয়া চালু হয়ে গেল।

সরকার যে বলছে এনআরসি হবে না, এনপিআর হবে ?

এনপিআর-ই হল এনআরসি-র প্রথম ধাপ। সেই জন্য আসাম বাদ দিয়ে বাকি দেশেই কেবলমাত্র এনপিআর করা হচ্ছে। এনপিআর-এ জিজ্ঞেস করবে আপনার বাবা মায়ের জন্মস্থান, জন্মতারিখ, শেষ ঠিকানা, মাতৃভাষা। জিজ্ঞেস করবে নাগরিকত্ব কী? যে উত্তর আপনি দেবেন, বা যদি বাবা-মায়ের জন্মভিটে বা তারিখ সঠিক বলতে না পারেন, তা সরকারি খাতায় উঠে যাবে। পরে আপনার নাগরিকত্বকে বিপদে ফেলতে ওরা এই উত্তরগুলোকে ব্যবহার করবে।

সরকার যে বলছে এনপিআর-এ কাগজ দেখাতে হবে না ?

সরকার লোক ঠকাচ্ছে। এটা ঠিক যে, এনপিআর চলাকালীন আপনাকে কাগজ দেখাতে হবে না। কিন্তু এনপিআর একবার হয়ে গেলে আসল খেলা শুরু হবে। আপনার কাগজ না দেখেই, কোনও প্রশ্নের উত্তরে যদি সরকারের সন্দেহ হয়, তাহলে আপনাকে ওরা "সন্দেহভাজন নাগরিক" (ডাউটফুল সিটিজেন) হিসেবে ঘোষণা করবে। এবং আপনার নাম ওরা এনআরসিতে তুলবে না। কারুর মাতৃভাষা বাংলা হলে, কারুর বাপ-মায়ের জন্মভিটে বাংলাদেশ হলে, কারুর ধর্ম-জাত-ভাষা ওদের অপছন্দ হলে, বা কারুর উত্তর ওদের মনমত না হলেই ওরা এটা করবে। তখন আপনাকে কাগজ দেখিয়ে ৯০ দিনের মধ্যে নিজেকে নাগরিক বলে প্রমাণ করতে হবে। এ আমাদের মনগড়া কথা নয়। বাজপেয়ি সরকারের আমলে পাশ হওয়া ২০০৩-এর নাগরিকত্ব বিধিতে ধাপে ধাপে কীভাবে দেশজুড়ে এনআরসি করা হবে তা লেখা আছে।

আসামের এনআরসি-তে কী হয়েছে ?

আসামের এনআরসি-তে ১৪টা ডকুমেন্টের মধ্যে থেকে কাগজ জমা দিয়ে আবেদন করেছিলেন ৩ কোটি ২০ লক্ষ মানুষ। সবাইকে ১৯৭১ সালের আগের কাগজ দেখিয়ে নাগরিকত্ব বা পূর্বপুরুষের নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে হয়েছে। কাগজ জমা দেওয়া সত্ত্বেও ১৯ লক্ষ মানুষ বাদ পড়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১৭ লক্ষ বাঙালি, ১ লক্ষ গোর্খা, ১ লক্ষ অসমীয়া, বিহারি ও বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত। অন্য হিসেবে বললে, তাঁদের মধ্যে ১৪ লক্ষ হিন্দু, ৫ লক্ষ মুসলমান। বাদ পড়া মানুষের মধ্যে অধিকাংশই মহিলা ও শিশু। একই পরিবারের মধ্যে কেউ আছেন, কেউ বাদ, এরকম বহু কেস। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে বহু বিজেপি নেতা-সমর্থকদের পরিবারও বাদ পড়েছেন।

যারা বাদ পড়েছেন তাঁদের কি হবে ?

তাঁদের ফরেনার্স (বিদেশি) ট্রাইবুনালের মাধ্যমে নাগরিকত্ব ফেরত পাওয়ার আবেদন করতে হবে। কিন্তু তা অত্যন্ত খরচসাপেক্ষ এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। আসামে এনআরসি করতে সরকারি কোষাগারের ১৬০০ কোটি এবং মানুষের পকেট থেকে ৮০০০ কোটি টাকার বেশি নষ্ট হয়েছে। ট্রাইবুনালে আবেদন করেও নাম না উঠলে কি হবে, তা নিয়ে সরকার বা সুপ্রিম কোর্ট কিছুই বলেনি। বিজেপি নেতারা বলেছে এনআরসি-ছুটদের বাংলাদেশে পাঠানো হবে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী ও বিদেশমন্ত্রী গত ৫ মাসে অন্তত ৪ বার বাংলাদেশ সরকারকে আশ্বস্ত করেছেন এনআরসি-র কোনও প্রভাব বাংলাদেশে পড়বে না। আসামে অনেকগুলো ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরি হচ্ছে। কিন্তু ১৯ লক্ষ মানুষকে রাখতে যত ডিটেনশন ক্যাম্প দরকার, তত ক্যাম্প তৈরি করার মতো জায়গাই আসামে নেই।

আসামের সঙ্গে বাংলায় হতে যাওয়া এনআরসি-র তফাৎ কি ?

আসাম বাদে গোটা ভারতবর্ষে যে এনআরসি হবে, তার পদ্ধতি হবে ২০০৩ সালের নাগরিকত্ব আইন অনুযায়ী। প্রথমে এনপিআর, তারপর সন্দেহভাজন নাগরিক চিহ্নিত করা, তারপর এনআরসি।

কী কী কাগজ দেখালে নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে পারব ?

এইখানেই এনআরসি-র আসল শয়তানি। এই আইনের ধারায় কোথাও বলা নেই কোন কাগজটা দেখালে আপনি নাগরিক প্রমাণিত হবেন। বাংলা বা গোটা দেশের ক্ষেত্রে নাগরিকত্বের ভিত্তি বছর বা কাট-অফ তারিখও বলা নেই। তা কি ১৯৭১? না ১৯৫১? না অন্য কিছু? দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইতিমধ্যেই বলে দিয়েছে যে ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড, আধার কার্ড, পাসপোর্ট নাকি নাগরিকত্বের পরিচয় নয়! আপনার কাছে নাগরিকত্বের অন্য কোনও পরিচয়পত্র আছে কি?

সরকার বলছে ২০১০ সালেও নাকি এনপিআর হয়েছিল ?

হ্যাঁ, এর আগে এনপিআর হয়েছিল। কিন্তু সেই এনপিআর-এ ছিল ১৫টা প্রশ্ন। এবারে থাকছে ২১টা প্রশ্ন। সেবারে বাবা-মায়ের জন্মস্থান, জন্মতারিখ, মাতৃভাষা বা নাগরিকত্ব জিজ্ঞেস করা হয়নি। এবারে তা করা হচ্ছে। এই এনপিআর যে আসলে এনআরসি করার উদ্দেশ্যেই বানানো হচ্ছে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

বিজেপি বলেছে হিন্দুদের না কি কোনও ভয় নেই এনআরসিতে ?

সবথেকে বড় মিথ্যে এটাই। আসামে যারা বাদ পড়েছেন তারা বেশিরভাগই হিন্দু। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (ক্যা) দিয়ে হিন্দু উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব পাওয়া অসম্ভব। ক্যা-আইনে বলছে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান থেকে ধর্মীয় নিপীড়িত হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিষ্টান, শিখ আর পার্সীরা ২০১৫ সালের আগে ভারতে এসে থাকলে তাদেরকে শরণার্থী মনে করা হবে। ফলে এনপিআর থেকে যে মুসলমানরা বাদ পড়বেন, তাঁরা সরাসরি হয়ে যাবেন "অনুপ্রবেশকারী", আর বাকিরা সুযোগ পাবেন ক্যা-আইনের মাধ্যমে "শরণার্থী" হওয়ার। কিন্তু সে সুযোগ নিতে হলে প্রথমেই আপনাকে লিখে দিতে হবে আপনি এদেশের নাগরিক নন, আপনি বাংলাদেশ থেকে আসা শরণার্থী। পাটুলি অঞ্চলে একজন হিন্দু উদ্বাস্তুও রাজি আছেন, ভারতীয় রেশন কার্ড, ভোটার কার্ড, পাসপোর্ট ছেড়ে দিয়ে নিজেকে বাংলাদেশি শরণার্থী বলে লিখে দিতে? এর ফলে যে আপনাকে এতদিন ধরে "জাল ডকুমেন্ট" রাখার কেসে ফাঁসানো হবে না, কী করে জানছেন? শুধু তাই নয়, আপনাকে এটাও আইনের কাছে প্রমাণ করতে হবে যে আপনি হিন্দু, ও ধর্মীয় কারণে নিপীড়িত। আপনার জন্ম এখানে, বা বসবাস এখানে। ডকুমেন্ট এখানকার। তাহলে কীভাবে প্রমাণ করবেন আপনি বাংলাদেশের নাগরিক ছিলেন? কীভাবে প্রমাণ করবেন যে আপনি (ধর্মীয় কারণে নিপীড়িত) হিন্দু? এগুলো "প্রমাণ" করতে পারলেও আপনি কিন্তু শরণার্থী হয়ে থাকবেন, নাগরিক হবেন না। সুতরাং আপনার নাগরিক অধিকারগুলো (ভোটাধিকার, জমি, চাকরি, রেশন) কিন্তু প্রশ্নের মুখে পড়বে। ৫ বছর পর আপনি নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে পারবেন। নাগরিকত্ব দেবে কিনা, সেটা তখনকার সরকারের মর্জির ব্যাপার।

তাহলে ক্যা-আইন দেখিয়ে হিন্দু উদ্বাস্তুদের ঠকানো হচ্ছে ?

ক্যা-আইনের মাধ্যমে মুসলমান বিদ্বেষ চাগিয়ে তুলে হিন্দু উদ্বাস্তুদের এভাবেই ঠকিয়ে বেনাগরিক করার চক্রান্ত চলছে। ইতিমধ্যেই বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেছেন যে বাংলার মতুয়ারা, গোর্খারা নাকি ভারতের নাগরিক নন। ভাবুন একবার! যাঁরা এ দেশের ভোটার, নাগরিক, তাঁদের উনি বেনাগরিক বলে দিলেন। বাংলার মতুয়া, গোর্খা সমাজ কখনও এই অপমান মেনে নেবেন না। তথ্য হল, জয়েন্ট সংসদীয় কমিটি (২০১৯)-এর রিপোর্টে সরকার নিজেই কবুল করেছে যে সারা দেশ মিলিয়ে মাত্র ২৫,৪৪৭ জন হিন্দু উদ্বাস্তু যারা নিপীড়নের প্রমাণ দেখিয়ে লং টার্ম ভিসা নিয়ে এদেশে ঢুকেছিলেন, শুধু তাঁরা ছাড়া আর কোনও হিন্দু উদ্বাস্তু ক্যা-আইনের দ্বারা নাগরিকত্বের সুযোগ পাবেন না। ক্যা-আইনের সাহায্যে ডিটেনশন ক্যাম্প থেকেও কাউকে ছাড়া হবেনা।

এনআরসি-র কারণে কতজনের মৃত্যু হয়েছে ?

বাংলায় এনআরসি-র নথি জোগাড় করতে পারবেন না, এই ভয়ে ২৫ জন নাগরিক ইতিমধ্যে আত্মহত্যা করেছেন অথবা দুশ্চিন্তার কারণে মৃত্যু হয়েছে। আসামে ১০০-র বেশি মানুষের এনআরসি-র কারণে মৃত্যু হয়েছে। ডিটেনশন সেন্টারে ২৯ জনের মৃত্যু হয়েছে।

আমরা কী বলছি ?

১। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (ক্যা) অসাংবিধানিক। এর বিরুদ্ধে ১৪৪টা জনস্বার্থ মামলা হয়েছে। ক্যা-আইন বাতিল করতে হবে।

২। এনপিআর হল এনআরসি-র প্রথম ধাপ। তাই এনপিআর করতে দেব না। এনপিআর-এ তথ্য দেব না। এনপিআর বয়কট!

৩। এ দেশের ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড, পাসপোর্ট বা আধার কার্ড আছে মানেই আমরা এ দেশের নাগরিক। নতুন করে নাগরিকত্ব প্রমাণ করব কেন?

৪। এই প্রক্রিয়াতে হিন্দু-মুসলমান সবার বিপদ। বিজেপির প্রচারে ভুল বুঝে আর আমরা ঠকব না।

৫। এই প্রক্রিয়াতে সব থেকে বেশি বিপদ দেশভাগের শিকার হওয়া বাঙালির। গরিব, মেয়ে, বিধবা, শিশু, বস্তিবাসী, রূপান্তরকামী, যৌনকর্মী, অভিবাসী শ্রমিক, বন্যা ও দাঙ্গা দুর্গতদের বিপদ বেশি।

৬। ২০১৮-র সেপ্টেম্বরে তথ্যের অধিকার (আরটিআই) আইনে করা এক প্রশ্নের উত্তরে সরকার জানিয়েছে "বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ" নিয়ে কোনও নির্দিষ্ট সংখ্যা সরকারের কাছে নেই। বিগত ৪ দশকের জনগণনার তথ্য অনুযায়ী বাংলা বা আসামের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও জাতীয় হারের তুলনায় কম! তবুও গোটা দেশে "বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ"-এর নামে বাঙালি বিরোধী হাওয়া তোলা হচ্ছে। ভিনরাজ্যের বাঙালি শ্রমিকদের হেনস্থা করা হচ্ছে। এনআরসি শুরু হলে হেনস্থা আরও বাড়বে। সুতরাং আসুন, এনপিআর বয়কট করি। ক্যা-এনআরসি বাতিল করাই। আমরা চাকরি চাই, খাদ্য চাই, বেতন চাই, পেনশন চাই। উন্নত শিক্ষা আর স্বাস্থ্য চাই। প্রকৃতি পরিবেশ বাঁচাতে চাই। হিংসা, ভেদাভেদ মুক্ত দেশ চাই।

'এনআরসি-র বিরুদ্ধে পাটুলি' (নাগরিক উদ্যোগ) ও 'হিউম্যান্স অফ পাটুলি'-র পক্ষ থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত
এবং ডি অ্যান্ড পি গ্রাফিক্স প্রা. লি., গঙ্গানগর, উত্তর ২৪ পরগনা থেকে মুদ্রিত।
এই উদ্যোগে যুক্ত হতে যোগাযোগ করুন - 9674437186, 9163736863, 8158930878।